ট্রুথ
সেন্টারড ট্রান্সফরমেশন
মডিউল- ১

সার্বিক পরিচর্যার ভূমিকা
শিক্ষার্থীদের সহায়িকা

Reconciled World

অনুশীলনী ২: ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট

আদিপুস্তক ১:২৬-২৭ পদ পড়ুন

- ঈশ্বরের অন্যান্য সৃষ্টি থেকে কেন মানুষ আলাদা? ঈশ্বর মানুষকে গঠন করার জন্য কি পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন?

- ঈশ্বরের কোন কোন বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়? যতগুলো সম্ভব খুজেঁ বের করার চেষ্টা করুন।

গীতসংহিতা ১৩৯:১৩-১৯ পদ পড়ুন

- এই পদ মানুষের গুরুত্ব সম্পর্কে কী বলে?

- আপনি কি মনে করেন এই পদ শুধু অল্প কিছু অথবা সকল মানুষের জন্য?

দলীয় আলোচনা:

- সাধারণভাবে অবমূল্যায়িত কিছু লোক কারা?

- কিভাবে আমরা লোকদের বলতে পারি যে সে ঈশ্বরের কাছে কতটা মূল্যবান?

অনুশীলনী ৪: লূক ২:৫২-এর তালিকা

বিষয়বস্তু	যীশুর বৃদ্ধি ক্ষেত্র			
বৃদ্ধির জন্য	জ্ঞান	শারিরীক	আত্মিক	সামাজিক
ব্যক্তিগত				
পারিবারিক				
মন্ডলী				
সামাজিক				

অনুশীলনী ৫: সাহায্য করার উপায়ের তালিকা

পরিস্থিতি	যেভাবে মন্ডলী সাহায্য করতে পারে
ক্ষুর্ধাত	
পিপাসিত	
বস্ত্রহীন	
আশ্রয়হীন	
অসুস্থ	
কারাবন্দী	

অনুশীলনী ৬: পালক ওয়াঙ

একটি বড় শহরে খুব দরিদ্র বস্তিতে একসময় একজন পালক ছিলেন। তার নাম ছিলো ওয়াঙ। ওয়াঙ সেই সমাজের মধ্যে বাস করতে আরম্ভ করলেন কারণ তিনি মনে করতেন ঈশ্বর তাকে এখানে পাঠিয়েছেন। সেখানকার মন্ডলীটি খুব ছোট ছিলো- মাত্র ৪০ জন মানুষ আসতো। এদের মধ্যে মহিলা এবং শিশুরাই বেশী ছিলো। ওয়াঙ দুটি কাজ করতেন। প্রথমত তিনি তার ছোট মন্ডলীর জন্য যথাসাধ্য কাজ করতেন, এবং দ্বিতীয়ত তার স্ত্রী ও ছোট দুই সন্তানদের ভরনপোষনের জন্য একটি চাকরি করতেন।

একদিন, প্রতিদিনকার অভ্যাসবশত, ঈশ্বরের সাথে একান্ত সময় কাটানোর জন্য তিনি ঘুম থেকে উঠলেন। ঘুম থেকে উঠে তিনি ভালো পোশাক পরলেন, এবং নীরবে পর্দা সরিয়ে চলে গেলেন কারণ এই পর্দাটি তার একরুমের ঘরকে দুইভাগে ভাগ করে এবং এর একটি অংশে তার স্ত্রী ও সন্তানেরা ঘুমায়। তিনি তার কেরোসিনের বাতিটি জ্বালালেন। এরপর তিনি তার বাইবেল থেকে পড়তে শুরু করলেন। সেইদিন সকালে, তিনি যিশাইয় পুস্তক পাঠ করছিলেন, অধ্যায় ৫৮, এবং পাঠ করার সময় ঈশ্বর যে ধরণের প্রশংসা চান তা না পাবার কান্না ওয়াঙ শুনতে পেলেন:

আমার মনোনীত উপবাস কি এই নয়: দুষ্টতার গাঁট সকল খুলিয়া দেয়া এবং জোয়ালির খিল সকল মুক্ত করা এবং দলিত লোকদিগকে স্বাধীন করিয়া ছাড়িয়া দেয়া? ক্ষুধিত লোককে তোমার খাদ্য বন্টন করা, তাড়িত দুঃখীদিগকে গৃহে আশ্রয় দেয়া, ইহা কি নয়? উলঙ্গকে দেখিলে তাহাকে বস্ত্র দান করা, তোমার নিজ মাংস হইতে আপনার গা না ঢাকা, ইহা কি নয়?

ওয়াং আর পড়তে পারলেন না। তার হৃদয় বিবেকের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলো। যদি ঈশ্বর নিজে দরিদ্রদের এত যত্ন নিতে পারেন, তাহলে কেন ওয়াঙ নিজে দারিদ্রতা ও কষ্টের মাঝে রয়েছেন যা তার হৃদয়কে প্রতিনিয়ত ভেঙ্গে দিচ্ছে? ওয়াঙ জানতেন তার সমাজের লোকেরা বেচেঁ থাকার জন্য কতটা কষ্ট সহ্য করছে। তারা সত্যিই দলিত বা নিপীড়িত ছিলো। ওয়াং নিজেই তার পরিবারের খাবার যোগাড় করতে হিমশিম খেয়ে যান এবং প্রায়ই তিনি তাদের প্রয়োজনীয় ওষুধ দিতে পারেন না। তিনি চিন্তা করেন, "ঈশ্বর কোথায়? কিভাবে বাইবেলের এই পদ সমাজের প্রয়োজনের সাথে খাপ খায়?"

যখন ওয়াঙ নিজের মনের সাথে এই সমস্ত বিষয় যুদ্ধ করছিলেন, সেই সময় তার দরজায় খুব আস্তে কেউ টোকা দিলো। ওয়াঙ মনে মনে চিন্তা করলেন, "এত সকালে কে আসতে পারে, আমার কাছে?" ভাবতে ভাবতে তিনি দরজার কাছে গেলেন। "আপনি কে?" দরজার ওপাশে যিনি ছিলেন তিনি বললেন, "ওয়াঙ, আমি যীশু।" ওয়াঙ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কে?" সেই কণ্ঠস্বর আবারও উত্তর দিলো, "আমি যীশু, ওয়াঙ।" ওয়াঙ আবারও বললো, "কে তুমি, সত্যি করে বলো?" দরজার ওপাশে তিনি আবার বললেন, "ওয়াঙ, আমি যীশু, আমি এসেছি কারণ আমি তোমার হৃদয়ের কান্না শুনতে পেয়েছি। আমি চাই তুমি আমাকে দেখাও কোন কোন বিষয়ে তুমি কষ্ট পাচ্ছ।"

ওয়াঙের কাছে মনে হলো এই কণ্ঠস্বর সত্যি। ওয়াঙ সর্তকতার সাথে দরজার হুক খুললেন। বাইরে তখনও অন্ধকার ছিলো এবং ওয়াঙ ছায়া ছাড়া কিছু দেখতে পারছিলেন না, কিন্তু সে কল্পনায় যীশুকে যেভাবে দেখত ঠিক একইভাবে যীশু তার সামনে দাড়িয়ে আছেন। ওয়াঙ তাঁকে দেখে বললেন, "প্রভু, ভিতরে আসুন।" "না ওয়াঙ, আমি চাই তোমার সমাজের কোন কোন বিষয় তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে সেই বিষয়গুলো তুমি আমাকে দেখাও।" ওয়াঙ অবাক হলেও, রাজি হলেন, এবং যীশুকে সর্তক করলেন, "আমাদের খুব খেয়াল করে হাটঁতে হবে-কারণ খুব জোড়ে বৃষ্টি হয়েছে, আর চারপাশে অনেক আর্বজনা, এবং আমাদের যথেষ্ট পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই।"

যখন তারা বস্তির রাস্তা ধরে হাঁটছিলেন, ওয়াঙ পিছনে ফেলে আসা প্রতিটি ঘরের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। ঐখানে যে ঘরটি সেখানে এক মহিলা নিজের সন্তানদের ভরণপোষনের জন্য নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছে। তারপরেই যে ঘরটা রয়েছে, সেখানে স্বামী মদ্যপ অবস্থায় তার স্ত্রীকে মারধর করে-প্রায়ই সে তাকে মারে। ঐ আরেক পাশের ঘরে এই বস্তির নেতা থাকেন, তিনি একজন দুর্নীতিবাজ লোক বস্তির বিদ্যুৎ উন্নয়নের জন্য টাকা নিয়ে-সেই টাকা দিয়ে মদ কিনেছে।

এভাবে হাঁটতে হাঁটতে তারা দুজন বস্তির মাঝে একটি ফাঁকা জায়গা অতিক্রম করলেন। এই জায়গাটি মূলত বস্তির জনগণের ব্যবহার করার কথা ছিলো, কিন্তু সেখানে দুর্গন্ধ যুক্ত ময়লা ও বিষাক্ত ইদুঁর বাস করে। পাহাড়ের কিনারায় একটি ঘর দেখিয়ে ওয়াঙ যীশুকে বললেন, "ওই ঘরটা দেখেছেন?" "একজন মহিলা তার চার সন্তান নিয়ে এই ঘরে থাকে। ঘরের ছাদের বিভিন্ন জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে। তারা অনেক গরীব। তাদের পরার মত কাপড় বা খাবার খুব কম এবং তারা প্রায়ই অসুস্থ থাকে।" কথা বলতে বলতে তারা প্রায় পাহাড়ের কিনারায় এসে দাড়িয়েছে যার উপরে বস্তিটি গঠিত। এরপর ওয়াঙ দুরে একটি জায়গা যীশুকে দেখালেন। "দেখুন প্রভু- পাহাড়ের নিচে ঐ জায়গা থেকে সেই মহিলা ও সন্তানেরা পানি সংগ্রহ করে। এছাড়া এই এলাকায় আর কোথাও পানি নেই।"

ওয়াঙ এবার অন্যদিকে ফিরে তাকাতে যাবেন কিন্তু তিনি হঠাৎ খুব নিচু স্বরে কান্নার আওয়াজ পেলেন। তিনি শব্দের উৎসের দিকে তাকালেন। তিনি যীশু-যীশু কাদঁছিলেন! ওয়াঙ দেখলেন, যে বিষয়টি আজকে তার হৃদয়কে ভেঙ্গে দিচ্ছে ঠিক একই বিষয় আজকে যীশুর হৃদয়কেও ভেঙ্গে দিচ্ছে। ওয়াঙ যীশুর সাথে কথা বলতে যাবেন, ঠিক সেই মুহুর্তে যীশু তার কাছে এলেন এবং ওয়াঙের কাধে হাত রেখে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওয়াঙ, তোমার বস্তির জন্য আমার উদ্দেশ্য কি তা আমি তোমাকে দেখাতে চাই।"

হঠাৎ করে ওয়াঙ নিজেকে বস্তির মধ্যে আবিষ্কার করলেন। যীশু কথা বলা শুরু করলেন, এবং ওয়াঙ দেখলেন যীশু মুখে যা বলছেন -সেগুলো তার চোখের সামনে ঘটছে! যীশু ওয়াঙের মন্ডলীর লোকদের কথা বলা শুরু করলেন- যারা অনেক গরীব- তিনি বললেন প্রতিবেশীদের যার যা আছে সে যেন সেটা দিয়ে গরীবদের সাহায্য করে। প্রতিদিন প্রত্যেকে একমুঠো চাল নিবে এবং সেটা একটি পাত্রে সংগ্রহ করবে। এরপর প্রতি সপ্তাহের শেষে, সেই পাত্র নিয়ে তারা গীর্জায় আসবে এবং যীশুর নামে বস্তির অন্য দরিদ্র লোকদের মাঝে সেই চাল ভাগ করে দিবে। ঠিক একইভাবে তারা সাবান সংগ্রহ করতে পারে। মন্ডলীর মহিলারা বস্তির বিধবাদের কাছে যাবে এবং "সাহায্য" করবে- তাদের কাপড় ধুয়ে, রান্না করে, এবং তাদের অসুস্থ সন্তানদের যত্ন নেয়ার মাধ্যমে সাহায্য করবে।

একইসাথে যীশু লোকদের কাজে নিয়োগের বিষয়ে বললেন, আর ওয়াঙ দেখতে পেলো বস্তির সকলে কাজ করছে। হয়তো অনেক বেশী বেতনের চাকরি না, কিন্তু সেই কাজে মর্যাদা আছে এবং প্রত্যেকের বেতনের মাধ্যমে দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করতে পারে। এরপর যীশু ঘর তৈরীর কথা বললেন, এবং ওয়াঙ চোখের সামনে শীত ও বৃষ্টির মধ্যেও সুন্দর ঘর দেখতে পেলেন। ঘরগুলো বিলাসবহুল নয়, কিন্তু প্রত্যেকটি ঘর পরিষ্কার ও নিরাপদ। যীশু খাবার পানির কথা বললেন, এবং ওয়াঙ দেখলেন বস্তির বিশেষ স্থানগুলোতে পানির পাইপ দেয়া হয়েছে যেখান থেকে মহিলা ও শিশুরা পানি সংগ্রহ করতে পারে। যীশু পয়ঃনিষ্কাশনের কথা বললেন, এবং সাথে সাথে ওয়াঙ দেখলেন বস্তির ভিতরে শৌচাগার রয়েছে- হয়তো সবার ঘরে ঘরে নয় কিন্তু সকলের ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত শৌচাগার তৈরী করা হয়েছে। বস্তির মাঝখানে যে ময়লার ভাগাড় ছিলো সেটাও এখন আর নেই। এর পরিবর্তে, সেখানে ছোট ছোট গাছ রয়েছে, ছোট ছেলেমেয়েরা হাসছে ও খেলছে, অনেকে ফুটবল খেলছে। যীশু এরপর জীবন পরিবতর্নের কথা বললেন, এবং ওয়াঙ দেখলেন যে মহিলা জীবিকার জন্য নিজের দেহ বিক্রি করতো সে এখন সম্মানের সাথে একটি চাকরি করছে এবং ছেলেমেয়েদের প্রয়োজন পূরণ করছে। যে সবসময় মদ খেত সে এখন একজন ভালো স্বামী ও বাবা হয়ে উঠেছে। বস্তির নেতা এখন আর অসৎভাবে টাকা নেন না বরং তিনি এখন বস্তির কাজের জন্য টাকা ব্যয় করেন। এরপর যীশু বললেন, "ওয়াঙ মন্ডলীর দিকে তাকাও!" ওয়াঙ তাকালেন। তিনি দেখলেন গীর্জাঘর ভরে গেছে। মন্ডলীতে মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষরাও এসেছে! প্রত্যেকে অনেক খুশি। তারা একসাথে প্রভুর আর্শীবাদের জন্য প্রশংসা গান করছে। ওয়াঙ দেখতে পেলেন

তিনি মন্ডলীতে প্রচার, শিক্ষাদান করছেন এবং লোকদের পবিত্র আত্মার বিষয়ে বলছেন ও ভালোবাসায় বাধ্য থাকার কথা বলছেন। যীশু বললেন, "ওয়াঙ, তুমি এতসময় চোখের সামনে যা দেখতে পেলে, এটাই হলো তোমার বস্তির জন্য আমার দর্শন। আমি চাই তুমি লোকদের কাছে এই দর্শন বলবে এবং সেইভাবে তাদের পরিচালনা করবে।

একথা শুনে ওয়াঙ বললেন, "কিন্তু প্রভু, আমরা তো অনেক দরিদ্র!" "ওয়াঙ" যীশু খুব শান্ত স্বরে বললেন, "কে লোহিত সাগরের মাঝ দিয়ে ইস্রায়েল জাতিকে পার করেছেন? কে পাচঁ হাজার পুরুষ ও সেই সাথে মহিলা এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে পাচঁটি রুটি ও দুটি মাছ ভাগ করে দিয়েছেন? সারিফতের বিধবার ঘরে তিন বছরের দুর্ভিক্ষের সময় প্রতিদিন ময়দা ও তেল কে দিয়েছেন? গালীল সাগর কে শান্ত করেছিলেন? "প্রভু এই সব আপনি করেছেন" ওয়াঙ উত্তর দিলেন। "সুতরাং, ওয়াঙ, আমি তোমাকে যা বলেছি সেই সকল কথার বাধ্য তুমি হও। তোমার যা আছে হোক সে অল্প অন্যদের মাঝে ভাগ করে দাও। লোকদের শারিরীক এবং আত্মিক উভয়ের - জন্য আমার যে মহৎ উদ্দেশ্য তা সকলের মাঝে বলো। আমি তোমাদের দেশ আরোগ্য করবো!"

ওয়াঙ হঠাৎ একটি মোরগের ডাক শুনতে পেলেন। ঘরের পর্দার অন্যপাশে ওয়াঙের স্ত্রী কেশে উঠলেন। ওয়াঙ বুঝতে পারলেন যে তিনি ঘরের টেবিলের উপর বসে আছেন, কিন্তু তার বাতির আলো নিভে গেছে। ঘরের বাইরে আলো ফুটতে শুরু করেছে। ওয়াঙ যীশুকে খুজঁতে লাগলেন কিন্তু কোথাও তাঁকে দেখতে পেলেন না। তিনি অবাক হয়ে বললেন, "এটা কি তাহলে স্বপ্ন ছিলো? আমি কি তাহলে কোন দর্শন দেখলাম?" ওয়াঙ বুঝতে না পারলেও, এখন তিনি জানেন তিনি যীশুকে দেখেছেন এবং তাঁর মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা সেটাও বুঝতে পেরেছেন...সেই সাথে কিভাবে তিনি সকলকে ঈশ্বরের পথে নিয়ে আসবেন সেই বিষয়েও তিনি দর্শন লাভ করেছেন।

- পালক ওয়াঙের বস্তিতে কি কি সমস্যা দেখা দিয়েছিলো? এই সমস্যাগুলোকে চারটি ভাগে ভাগ করুন: আত্মিক, সামাজিক, শারীরিক এবং মানসিক।

- এই বস্তির লোকদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কি? বস্তির সমস্ত সমস্যাগুলো আবার ভালোভাবে দেখুন এবং যীশু তার কি সমাধান দিয়েছেন সেটা ভালোভাবে লক্ষ্য করুন।

- যীশু পালক ওয়াঙকে কি করতে বললেন?

অনুশীলনী ৬: যোশী ও মারিয়ার কেস স্টাডি

যোশী ও মারিয়ার ঘর সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে; বলতে গেলে কোন কিছুই বাদ নেই। গতকালকেও, তারা-তাদের সাথে তাদের পাচঁ সন্তানসহ- অন্য আত্মীয়দের সাথে একসাথে ছিলো। সেখানে, আগে থেকেই ১০ জন মানুষ সেই ছোট ঘরে বাস করছে, তাই সেখানে আরও সাতজন লোকের জন্য জায়গা ছিলো না। যোশী একজন কৃষক এবং সে ইতিমধ্যে তার ছোট জমিতে বীজবপণ করেছে, কিন্তু তার ফসল পেতে এখনও তিন মাস বাকি। তিনি জমিতে বীজ দেয়ার জন্য সমস্ত টাকা খরচ করে ফেলেছেন এবং তার হাতে যা ছিলো তা আগুনে পুড়ে গেছে।

এখন এই পরিবারের কি কি প্রয়োজন হতে পারে?

একটি সমাজে কি কি জিনিস বা বিষয় পাওয়া যেতে পারে যা এমন সময় গুলোতে সাহায্য করে?

- মানুষ

- জিনিসপত্র
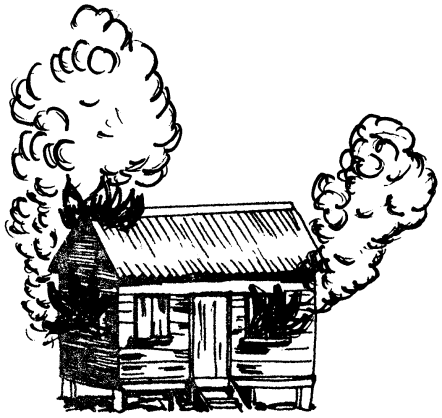
- সুযোগসুবিধা